বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

নারীর নিরাপদ জীবন ১১ জুলাই ২০০০ আনে সামাজিক উন্নয়ন

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
২৭ আষাঢ় ১৪০৭
১১ জুলাই ২০০০

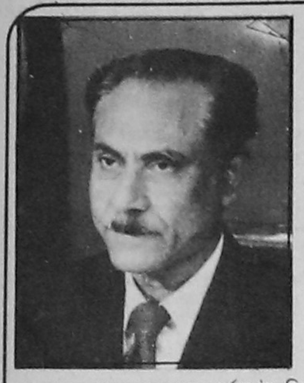

বাণী

বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষে "নারীর নিরাপদ জীবন-আনে সামাজিক উন্নয়ন" প্রতিপাদ্যটি সুবিবেচনাপ্রসূত।

নারীর কল্যাণ ব্যতীত রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার এবং ব্যক্তির সমৃদ্ধি আশা করা যায় না। প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা, শিক্ষা ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্যোগ প্রশংসনীয়। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী সমাজের উন্নয়ন সার্বিকভাবে সারা দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। এজন্য প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ ও বাস্তব পদক্ষেপ।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের কর্ম-উদ্যোগ সফল হোক, এ কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানে অগ্রগতি

ধীরাজ কুমার নাথ
অতিরিক্ত সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার অবকাঠামো নির্মাণ, জনবলের নিয়োগ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সাংগঠনিক ক্ষেত্রে সংস্কার এবং বেশ কিছু উদ্ভাবনীমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রতি ৬০০০ জনগণের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তিন কক্ষ বিশিষ্ট এই ক্লিনিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনার সেবাদান, ডায়রিয়া প্রতিরোধ, টিকাদান কর্মসূচী, চোখ-কান ও দাঁতের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হবে। বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন একটি উদ্ভাবনীমূলক চিন্তাধারার বাস্তবায়ন এবং আমাদের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবাদানের অবকাঠামোর মধ্যে একটি নূতন সংযোজন ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মোট ১৩,৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক নূতনভাবে নির্মাণ করার কাজ শুরু হয়েছে। এ ছাড়াও ৬৫০টি ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নূতনভাবে নির্মাণ এবং ২১৭৫টি কে উন্নতীকরণ, ৫০টি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সম্প্রসারণ ও ৩২৮টি মেরামত, ১২টি জেলা হাসপাতালের উন্নতীকরণ, ৮টি নার্সেস ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা মেডিকেল কলেজের শয্যা সংখ্যা ৮০০ থেকে ১৪০০ উন্নীত করা সহ পল্লী অঞ্চল থেকে জাতীয় পর্যায় অবধি ব্যাপক সংখ্যক কর্মকান্ড হাতে নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রায় ২০০০ কোটি টাকার প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে, যার ফলে জনগণের মধ্যে আশার সঞ্চার করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার গত ৪ (চার) বছরে প্রায় ৪০০০ স্টাফ নার্সকে নূতন নিয়োগ, ১০০০ (এক হাজার) ডাক্তার অতিরিক্ত নিয়োগ করেছেন। রাজস্ব খাতে ৪২০০ পরিবার পরিকল্পনার কর্মীকে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক লোকবল নিয়োগ, দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়োগ/পোষ্টিং দানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতের সর্বাঙ্গীন কর্মকান্ড জনগণের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছে। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচীর আওতায় ১৫,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে, যার মধ্যে ৬৭% ভাগ বাংলাদেশ সরকার বহন করবে। বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের সিংহভাগ গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবা, হাসপাতালে উন্নত সেবা এবং অসহায় ও দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী জনগণের জন্য ব্যয় করা হবে। ১৯৯৮ সাল থেকে গৃহীত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেকটর কর্মসূচীর আওতায় অত্যাবশ্যকীয় সেবাদান-এর কার্যক্রম মূলতঃ সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবাকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই পরিচালিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে একীভূত করে One stop service বা একস্থান থেকে সেবাদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আচরণ পরিবর্তন ও গণযোগাযোগের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিচর্যা সম্পর্কে অবহিত করণ ও উদ্বুদ্ধকরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা একাজে সরকারের সাথে সহযোগিতা করছে। বাংলাদেশ বেতার সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত কর্মসূচী সমূহের সফল বাস্তবায়নের ফলে জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকারের আশ্রায়ন প্রকল্প সমূহে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন-এর ক্ষেত্রে বিগত ৪ বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মসূচী ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ জনগণকে আধুনিক চিকিৎসার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছে। অনেক কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, রীতিনীতি থেকে দেশের জনগণের উত্তরণ হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা দুইভাগ থেকে কমে দেড়ভাগে উপনীত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার ৪০শতাংশ থেকে ৫৩.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। শিশু মৃত্যুরে হার প্রতি হাজারে ১৪০ থেকে ৬৭ তে নেমে এসেছে। মাতৃমুত্যুর হার ৪.২ হ্রাস পেয়েছে। অনুরূপভাবে, পর পর ৭টা জাতীয় টিকাদিবস পালনের মাধ্যমে ইপিআই কর্মসূচীতে ব্যাপক সাফল্য এসেছে। কোন কোন স্থানে ইপিআই কার্যক্রমে ৯৫%স এলাকার জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ডায়রিয়াকে মোটামুটিভাবে বিদায় দেয়া হয়েছে। যে কলেরা এদেশে ছিলো মহামারী, আজ তা একটি বিরল ঘটনা। যক্ষা রোগ প্রতিরোধে সরকার DOTS কর্মসূচী চালু করে বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। আমাদের দেশে বর্তমানে প্রায় ৩৫% যক্ষারোগীকে চিকিৎসাদানের আওতায় আনা হয়েছে' যা ৪ বছর আগে ছিল প্রায় ১৫ ভাগ। সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি চূড়ান্ত করেছে। জাতীয় জনসংখ্যা নীতিও চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। পুষ্টি মাত্রা উন্নীত করণের লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৪০টি উপজেলা থেকে ১৩৯টি উপজেলায় জাতীয় পুষ্টি প্রকল্পের প্রসার করার জন্য প্রায় ৬৪০কোটি টাকার নূতন কার্যক্রম বিশ্বব্যাংকের সাহায্যে হাতে নেয়া হয়েছে,' গ্রামেগঞ্জে পুষ্টি আপা/পুষ্টি সংগঠ-কগণ সার্বিক স্বাস্থ্য শিক্ষার সাথে বুকের দুধ খাওয়ানো, বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার সহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। ফলে স্বাস্থ্য সচেতনতা আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকারের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীকে অধিক অর্থবহ করার লক্ষ্যে এইচ, আইভি/এইড্স এর বিস্তার থেকে জনগণকে রক্ষা করতে হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আচরণ পরিবর্তন ও গণযোগাযোগ কর্মসূচী ছাড়াও প্রায় ৪০০ কোটি টাকার কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। একই সঙ্গে আর্সেনিক-এর প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার বদ্ধপরিকর। এছাড়াও, মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং সকল ক্ষেত্রে তাদের সমতা বিধান সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ জোরদার করা হচ্ছে। ব্যাপক ও দ্রুত নগরায়নের ফলে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হচ্ছে। ঔষধ প্রশাসনে ব্যাপক সংস্কার সরকার হাতে নিয়েছে। তদুপরি দেশজ চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়ন ও আধুনিকীরণের লক্ষ্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়নের কর্মসূচী প্রক্রিয়াধীন আছে।

পরিশেষে বলা যায় যে একটি বিষয় স্পষ্ট, বর্তমান সরকার বিগত ৪ (চার) বছরে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, এর সামগ্রিক সুফল মূলতঃ তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের জীবন যাত্রায় মান উন্নয়নের জন্য নিবেদিত হয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষায়ও এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে এবং বিদেশেও আমাদের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

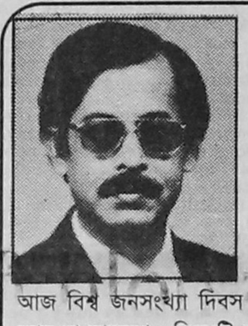

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১২ আষাঢ় ১৪০৭
২৬ জুন ২০০০

বাণী

জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ বছর দিবসটির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'নারীর নিরাপদ জীবন আনে সামাজিক উন্নয়ন'। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। তাই নারী সমাজের উন্নয়ন ব্যতীত অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমাদের সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নিরাপদ মাতৃত্ব এবং প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিক্ষিত এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর নারীরা জনসংখ্যা রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আশার কথা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণের ফলে আমাদের দেশে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ৩.০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০০৫ সালের মধ্যে সার্বজনীন দু'সন্তানের পরিবার গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ কার্যক্রমে দেশের সকল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক পর্যায়ের সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করে আধুনিক চিন্তা চেতনা সমৃদ্ধ জনসম্পদ গড়ে তুলতে হবে। সম্মিলিত প্রয়াসে দেশের জনসংখ্যা সমস্যা উত্তরণের মাধ্যমে আমরা দক্ষ জনশক্তিসম্পন্ন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব বলে আমার বিশ্বাস।

দলমত নির্বিশেষে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের কাজে অগ্রহণ করার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাই। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচী সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। প্রতি বছর বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও দিবসটি জাকজমক ও মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

১১জুলাই-এর এ দিবসটি আমাদের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা জনসংখ্যা আমাদের একটি বড় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। জনসংখ্যাকে কমিয়ে আনতে ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমরা কতটা সফল হয়েছি সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতে এ সমস্যা সমাধানে আমাদেরকে কি ধরনের কর্মকৌশল, প্রযুক্তি ও নীতি অবলম্বন করতে হবে তা নির্ধারণ করা।

বর্তমান সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়নে জনসংখ্যাকে সীমিত পর্যায়ে রাখার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমান সরকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১.৫ এ নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে জনসংখ্যা কার্যক্রমকে জোরদার করা হয়েছে এবং জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বর্তমান সরকারের আমলে হয়েছে। তবুও আমরা মনে করি আমাদেরকে আরো অনেক পথ এগিয়ে যেতে হবে।

আমি "বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস" এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ ফজলুল করিম সেলিম

প্রতি মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১১ জুলাই ২০০০ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্বব্যাপী নারী সমাজের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "নারীর নিরাপদ জীবন আনে সামাজিক উন্নয়ন" খুবই প্রাসঙ্গিক এবং যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই নারী সমাজের এক বৃহৎ অংশ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক নারীই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের মতো সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোতে মৌলিক অধিকার বঞ্চিত নারীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী। শিক্ষার নিম্নহার, উচ্চ মাতৃমৃত্যু, কর্মস্থলসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য ও নির্যাতনের ফলে নারী সমাজের এক বৃহৎ অংশ মানবেতর পর্যায়ে এসে পৌছেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সার্বিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। আশার কথা যে, আমাদের দেশে বর্তমান সরকার নারী সমাজের উন্নয়নে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সরকারের এই প্রচেষ্টার সাথে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের মূল বাণীকে সামনে রেখে আসুন আমরা সকলে মিলে সমাজে নারীর উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হই এবং জাতির সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করি।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

অধ্যাপক ডাঃ এম, আমানউল্লাহ

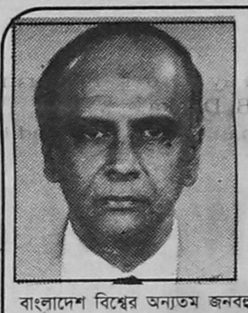

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ। বিশ্বের জনসংখ্যা ইতিমধ্যে ৬০০ কোটিতে উপনীত হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে পরিবারের সংখ্যা। আমাদের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল কেন্দ্র হচ্ছে পরিবার এবং পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মহিলারাই অবদান রাখেন বেশী। সুস্থ মায়ের গর্ভে জন্ম নেয় মেধা সম্পন্ন ভবিষ্যতে নাগরিক। মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এবারের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়টি "Saving Women's Lives" অর্থাৎ "নারীর নিরাপদ জীবন আনে সামাজিক উন্নয়ন" সে কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। তবে সামাজিক রীতি-নীতি, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও অর্থনেতিক স্বচ্ছলতার অভাবে নারীরা হচ্ছে বঞ্চিত। ফলে আমাদের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারা হচ্ছে ব্যাহত। জনগণ নারী অধিকারের বিষয়ে সচেতন হলে এবং সরকারের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম তথা দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করতে পারলে আমাদের জীবনমান উন্নত হবে বলে আমি আশা করি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জনগণ সচেষ্ট হলে জনগণ অধিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ পাবে এবং জাতীয় উন্নয়নে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। আমি নারীদের নিরাপত্তায় সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানাচ্ছি এবং বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করছি।

সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২৭শে আষাঢ় ১৪০৭
১১ ই জুলাই ২০০০

শুভেচ্ছা

আজ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। এবারের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "Saving Women's Lives"- "নারীর নিরাপদ জীবন আনে সামাজিক উন্নয়ন"। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রেক্ষিতে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টি খুবই আবেদনময়। প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীকে আর বঞ্চিত করা সম্ভব নয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নারীদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের নারীরা বঞ্চিত ও নির্যাতিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বের জনসংখ্যা ১৯৯৯ সালে দাঁড়িয়েছে ৬ শত কোটিতে। যে কোন উন্নয়নের জন্য চাই মহিলাদের উন্নয়ন, তবেই হ্রাস পাবে ক্রমবর্ধমান জন্মহার।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন জনগণের অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা। আমরা স্ব-স্ব স্থান থেকে এই কর্মসূচীতে অংশ নিলে সম্মিলিত প্রচেষ্টা সফল হবেই।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীতে চাই সকল স্তরের জনগণের অংশীদারীত্ব। আসুন-আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সবাইকে সজাগ করে তুলি।

অধ্যাপক আ,ব,ম, আহসানউল্লাহ

Message

Executive Director
United Nations Population Fund
11 July 2000

World Population Day 2000, Saving Women's Lives Wherever they live in the world, women's lives are full of risk.

- Every minute, a woman dies as a result of pregnancy: many more suffer illness or injury.
- Pregnancy in the youngest carries the greatest risks - girls aged 10 to 14 are five times more likely to die than women aged 20 to 24.
- Women are more at risk for HIV and from other sexually transmitted infections. HIV-infected women in Africa now outnumber men by 2 million.
- Violence takes as many lives as cancer during women's reproductive years: one Women in three will experience violence at some time in their lives..
- In emergencies, women take the responsibility for the oldest and youngest family members. But they themselves have little pro tection : women in emergencies run a much higher risk of violence.

Many women do not have the freedom to make the choices that shape their lives. They are poor-sixty percent of the world's poor are women and girls. They lack health care-350 million still do not have access to reproductive health services. They play little part in political decisions-only one parliamentarian in eight is a woman.

Better education and health services, including reproductive health, give women more power to decide. A woman in control of her life is a woman less at risk.

Change calls for:

- **Commitment** : men and women have equal rights. Among these rights are education and health care, including reproductive health.
- **Action** : to change laws, practices, attitudes, behaviour.
- **Leadership** : to motivate change; set goals; remove obstacles; dispel fears; maintain momentum.

Men must be part of the process. As community and national leaders men can initiate and encourage change; as health workers and educators they can encourage access and improve services; as members of the family, members of the workforce and members of the community, they can take personal responsibility for ensuring respect and safety for Women, within the family and beyond it.

On this World Population Day let each of us pledge action to save women's lives: for ourselves, for our communities, for our world.

Dr. Nafis Sadik

UNFPA জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
২৭শে আষাঢ় ১৪০৭
১১ই জুলাই ২০০০

শুভেচ্ছা

প্রতি বছরের মতো এবারও আমরা বিশ্ব জনসংখা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যা এক ভয়াবহ সমস্যা। এই বিপুল জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টিতে জনসংখ্যার অবহেলিত অংশ বিশেষ করে নারীদের নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার উপর মনোযোগ দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর নারী সমাজের নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করতে না পারলে মানব জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়।

বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশের নারীগণও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার। নারী-পুরুষের এই বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকারিভাবে নারী উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবনের প্রতিটি স্তরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তি, পরিবার এবং সামাজিক পর্যায়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা রয়েছে বলে আমি মনে করি।

আসুন, আজকের এই দিনে এদেশের নারীদের নিরাপদ জীবন যাপনে সহায়তা করার মাধ্যমে উন্নততর জাতি গঠন তথা দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হই।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের গৃহীত কর্মসূচিতে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

শফিউদ্দিন আহাম্মেদ